সাতদিন

২১ নবেম্বর : যথাযোগ্য মর্যাদায় সশস্ত্র বাহিনী দিবস পালিত।
পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবিরের হাতে সচিবালয়ে জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার তপন বিশ্বাস লাঞ্ছিত।

হঠাৎ পরিবহন ধর্মঘটে হতবাক যাত্রীরা, সারাদেশে দুর্ভোগ। সচিবালয়ে এলজিআরডি মন্ত্রী মান্নান ভূইয়া, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বাবরসহ মন্ত্রী সচিবদের গাড়ি তল্লাশি।

২২ নবেম্বর : বাধা উপেক্ষা করে লাখ লাখ মানুষ পল্টনের মহাসমাবেশে উপস্থিত। একসঙ্গে জোট সরকার গঠন করবে ১৪ দল। মুন্সীগঞ্জ, রাজশাহী পটুয়াখালী ও হবিগঞ্জে বিচারকদের হত্যার হুমকি দিয়েছে জেএমবি।

২৩ নবেম্বর : রংপুর শহরেই বিপুল পরিমাণ বোমা তৈরির সরঞ্জাম, পাসপোর্ট, ব্যাংক হিসাব দলিল আটক করেছে পুলিশ।
কুষ্টিয়ায় দুই মসজিদের পাশে বোমা বিস্ফোরণ।

২৪ নবেম্বর : জামায়াত বিরোধী বক্তব্য থাকায় বিএনপির সাংসদ (রাজশাহী-৩) আবু হেনা বহিষ্কার।
- সারাদেশে সকাল-সন্ধ্যা হরতাল পালিত।

২৫ নবেম্বর : রাজনীতিতে তিন লাখ টাকা ছিনতাইয়ের অভিযোগে দারুস সালাম পুলিশ বক্সের হাবিদার নগেন্দ্রনাথ রায় গ্রেপ্তার।

২৬ নবেম্বর : ঘন কুয়াশায় মাঝ নদীতে আটকে যাচ্ছে শত শত লঞ্চ ও ফেরি।
ট্যাংরাটিলা থেকে নাইকোর যন্ত্রপাতি অপসারণ শুরু, কেরানীগঞ্জে এক রাতে ১২ বাড়িতে ডাকাতি।
একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধ পক্ষকালব্যাপী কর্মসূচি গ্রহণে করে শিক্ষামন্ত্রীকে বিতর্কে অংশ গ্রহণের আহ্বান। ভর্তির আবেদনপত্রের দাম বাড়ায় বিপাকে পড়েছে ছাত্রছাত্রীরা।

২৭ নবেম্বর : হাইকোর্টের বিচারকদের হত্যার হুমকি দিয়ে চিঠি দিয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি।
সাংসদ আবু হেনার সদস্যপদ বাতিল প্রসঙ্গে স্পিকারের মতামতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে বিএনপি।

শাহাদত চৌধুরী আর নেই

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ইতিহাসে অন্যতম সফল সম্পাদক শাহাদত চৌধুরী আর নেই। ২৯ নবেম্বর রাত পৌনে একটায় বারডেম ড্যাব কার্ডিয়াক সেন্টারের সিসিইউতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্নালিল্লাহে...রাজেউন)।

১৯৪৫ সালের ২৮ জুলাই খুলনায় জন্ম প্রথিতযশা সাংবাদিক শাহাদত চৌধুরীর। বাবা জেলা জজ আবদুল হক চৌধুরী এবং মা জাহানারা চৌধুরীর ১২ সন্তানের মধ্যে তিনি ষষ্ঠ। বাবার বদলির চাকরির সুবাদে দেশের বিভিন্ন স্কুলে লেখাপড়া করেছেন।

ঢাকা গ্র্যাজুয়েট হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার পর তিনি ১৯৬৩ সালে ভর্তি হন চারুকলা ইনস্টিটিউটে। ১৯৬৮ সালে পেইন্টিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। অঙ্কনশিল্পী শাহাদত চৌধুরী ছাত্রাবস্থায় লেখালেখির সঙ্গে যুক্ত হন। কচিকাঁচার মেলার সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। এ সময় তিনি পত্র-পত্রিকায় নানা ধরনের লেখালেখি শুরু করেন।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তাতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ২ নং সেক্টর কমান্ডার খালেদ মোশাররফের অন্যতম সহযোগী। ঢাকার অভ্যন্তরে 'ক্র্যাক প্লাটুনের' গেরিলা শাহাদত চৌধুরী যুদ্ধকালীন মুক্তিযোদ্ধাদের সাফল্যগাঁথা প্রচারের জন্য খালেদ মোশাররফের প্রেরণায় 'লড়াই' নামে একটি পত্রিকাও সম্পাদনা করেন। ঢাকার হাটখোলায় শাহাদত চৌধুরীর পৈতৃক বাড়িটা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অন্যতম ঘাঁটি। শহীদ জননী জাহানারা ইমামের 'একাত্তরের দিনগুলি'তে রয়েছে শাহাদত চৌধুরীর গেরিলা জীবনের বিবরণ। জাহানারা ইমামের সন্তান শহীদ রুমির সহযোদ্ধা শাহাদত চৌধুরী ছিলেন 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' গঠনের রূপকার।

যুদ্ধ শেষে দেশ গঠন পর্ব শুরু হলে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে সাংবাদিকতাকে বেছে নেন। ১৯৭২ সালে বিচিত্রায় যোগ দেন এবং ১৯৯৭ সালে সরকারি আদেশে বন্ধ হবার আগ পর্যন্ত সহকারী সম্পাদক, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, সম্পাদক হিসেবে নিরবচ্ছিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। বাংলাদেশের সংবাদপত্র জগতে 'বিচিত্রা' একটি ইতিহাস এবং এই ইতিহাসের স্রষ্টা শাহাদত চৌধুরী। বিনোদন পত্রিকা 'আনন্দবিচিত্রা'র সম্পাদক হিসেবেও তিনি সফলতার পরিচয় দেন। 'বিচিত্রা' বন্ধ হবার পর ১৯৯৮ সালে 'মিডিয়া ওয়ার্ল্ডের' ব্যবস্থাপনায় শাহাদত চৌধুরীর সম্পাদনায় 'সাপ্তাহিক ২০০০' ও 'পাক্ষিক আনন্দধারা' প্রকাশিত হয় এবং পাঠকপ্রিয়তা পায়।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সেলিনা চৌধুরী, দুই মেয়ে শাশা ও এষা এবং অসংখ্য বন্ধু-বান্ধব, গুণগ্রাহী, প্রিয়জন রেখে গেছেন।

শাহাদত চৌধুরীর উপর বিস্তারিত লেখা দিয়ে সাজানো হবে সাপ্তাহিক ২০০০-এর আগামী সংখ্যা।

যশোর

বিএনপি ক্যাডারদের

বর্বরতা

যশোর সদর উপজেলার এক সময়ের ভয়ঙ্কর জনপদ কামারগন্নায় একদল নরপশুর বর্বরতা জাহেলিয়ার যুগকেও হার মানিয়েছে। ৬ পিশাচের হিংস্রতায় ঐ গ্রামের বাবর আলীর জীবনে নেমে এসেছে অন্ধকার। তাদের গণধর্ষণের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছে তার স্ত্রী তহুরা বেগম (৩৫)। এর আগেই তিনি হারান তার স্ত্রীর গর্ভে আসা সন্তান। ৬ দানবের চালানো নির্যাতনের ধকল সইতে না পেরে তহুরা বেগমের গর্ভপাত ঘটে। এখানেই থেমে থাকেনি লম্পটদের নৃশংসতা। পরের ঘটনাগুলো ঘটে 'সভ্য' মানুষ নামধারীদের তত্ত্বাবধানেই। ধর্ষকরা তহুরা বেগমের সতীত্ব, সন্তান আর বেঁচে থাকার স্বপ্ন লুণ্ঠন করে নিলেও কথিত সভ্য কতিপয় মানুষের ভূমিকায় শেষ পর্যন্ত তার প্রাণপ্রদীপই নিভে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, এত বড় বর্বর ঘটনার পর এ ব্যাপারে কোনো মামলা হয়নি। ধর্ষকদের দাপটে মামলা করার সাহাস পাননি অসহায় দরিদ্র বাবর আলী ও সন্তানহারা তহুরার বৃদ্ধ পিতা মোক্তার আলী বিশ্বাস। বরং তারাও চরম আতঙ্কে রয়েছেন। ধর্ষকরা তাদের কড়া নজরদারিতে রেখেছে। বর্বরতা হজম আর স্ত্রী-সন্তান হারানো বাবর আলী এবং কন্যাহারা মোক্তার আলী বুকে পাথর বেঁধে শুধু অঝোরে কাঁদছেন। কিন্তু রূঢ় হলেও সত্য, এ সভ্য সমাজের কেউ তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বরং সাহায্য সহযোগিতা করেছে ধর্ষক এবং তাদের রক্ষকদের।

বর্বর সেই কাহিনী : ৮ নবেম্বর কালরাত। কামারগন্নার রামকৃষ্ণপুর গ্রামের ৬ দুর্বৃত্ত হাজির হয় বাবার আলীর বাড়িতে। কাউকে না পেয়ে তারা ওত পেতে বসে থাকে। জানতে পারে, বাবর আলী বাড়িতে নেই আর তার স্ত্রী তহুরা বেগম গেছেন পাশের দোকানে প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনতে। এরপর ৬ দুর্বৃত্ত সে দিকেই যায় এবং পেয়ে যায় তহুরাকে। তিনি একটু নির্জন এলাকায় এলেই দুর্বৃত্তরা তার মুখে চেপে ধরে পার্শ্ববর্তী প্রাথমিক স্কুলে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে সবাই মিলে তহুরাকে উপর্যুপরি ধর্ষণ করে। ঐ সময় তহুরা ৬ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। দুর্বৃত্তদের পাশবিকতার ধকল সইতে না পেরে তহুরার গর্ভপাত ঘটে। রক্তাক্ত অবস্থায় সেখানেই পড়ে থাকেন তহুরা। এক পর্যায়ে তার আহাজারি শুনতে পেয়ে স্বামী ববার আলীসহ পড়শীরা সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করেন। রাতেই তাকে যশোর জেনারেল হাসপাতালে নেয়ার চেষ্টা করা হলে ধর্ষকরা তাদের রক্ষকদের মাধ্যমে বাধা দেয়। সামাজিকতাসহ বিভিন্ন ভয়ভীতি দেখানো হয় তাদের। যে কারণে ঐ রাতে তহুরাকে আর হাসপাতালে আনা সম্ভব হয়নি। ৯ নবেম্বর পর্যন্ত তদের এক প্রকার অবরুদ্ধ করে রাখা হয়। ১০ নবেম্বর সামান্য সুযোগ পেয়ে বাবর আলী চলে আসেন যশোর কোতোয়ালি থানায়। সবকিছু খুলে বলেন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু হেনা মোস্তফা কামালকে। কিন্তু তিনি অসহায় বাবর আলীকে পাত্তাই দেননি। বরং যখন জানতে পারেন বাবর আলীর এক ভাই যশোরের বর্বর উদীচী হত্যাযজ্ঞ মামলার আসামি, তখন তাকে এক প্রকার থানা থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা করেন। এক সময় বাবর আলী থানার মধ্যে চিৎকার শুরু করলে সাংবাদিকসহ অনেকেই বিষয়টি জেনে যাওয়ায় পরিস্থিতির কারণে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থানার দারোগা মিজানুল হককে ঘটনাস্থলে পাঠান। তিনি গিয়ে গুরুতর অসুস্থ তহুরা বেগমকে উদ্ধার করে যশোর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। তবে বিনা চিকিৎসায় দুদিন পড়ে থাকায় এবং গর্ভপাতের কারণে রক্তক্ষরণ হওয়ায় তহুরা বেগমের অবস্থা ছিল শোচনীয়। এ ব্যাপারে তহুরার স্বামী থানায় এজাহার করলেও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তা মামলা হিসেবে রেকর্ড করেননি।

হাসপাতাল থেকেও তহুরাকে অপহরণ : হাসপাতালে এক দিন চিকিৎসা নেয়ার পর ১২ নবেম্বর ধর্ষকরা স্থানীয় বিএনপি নেতা আব্দুল গণির নেতৃত্বে তাকে হাসপাতাল থেকে জোরপূর্বক তুলে নিয়ে সরাসরি কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায়। তার আগেই গণি কোতোয়ালি কর্তাকে ম্যানেজ করে রেখেছিলেন। থানায় নেয়া হয় মূলত এজাহার প্রত্যাহার করিয়ে নেয়ায় জন্য। তহুরা এবং তার স্বামী বাবর আলী এ অভিযোগ করেন। তবে তা সম্ভব হয়নি দারোগা মিজানুল হকের দৃঢ়তার কারণে। তিনি তহুরা বেগমকে তাদের কবল থেকে দ্বিতীয় দফা উদ্ধার করে পুনরায় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসেন। তবে ধর্ষকদের হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি তাদের গ্রেপ্তার করেননি। মিজানুল হকের এ ভূমিকায় সবাই থ হয়ে যান।

একটি সূত্র জানায়, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার ভূমিকার কারণেই মিজানুল হক ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করতে পারেননি। ঘটনা এখানেই থেমে থাকেনি। হঠাৎ করে ১৪ নবেম্বর কোতোয়ালি থানায় একটি মামলা হয়। চাঁদাবাজি আর জীবননাশের হুমকির অভিযোগে মামলাটি করেন রামকৃষ্ণপুর গ্রামের এলাহী বক্সের ছেলে মশিয়ার রহমান। মামলায় আসামি করা হয় ধর্ষিতার দেবর আব্দুর রহিমসহ পাঁচজন আওয়ামী লীগ কর্মীকে। মূলত মামলাটি করা হয় তহুরা গণধর্ষণ ও তার গর্ভজাত সন্তান হত্যার ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্যই। বাবর আলীসহ এলাকাবাসীরও এমনই ধারণা। তবে

স্ন্যাপ শট

জীবনের ঝুঁকিত

¸jkvb †j‡K `B eÜi †bŠenvi| wm‡g‡›Ui e¯Ívq cøwó÷K †evZj f‡i evbv‡bv n‡q‡Q GB A™fZ †fjv| ˆeVvi e`‡j jwV| GK fi `c‡i bM †`‡ni `B wkïi A¨vW‡fÂvi Avb›`| Qj‡K co‡Q Zv‡`i †Pv‡L g‡L|

Qwe: Av‡bvqvi ¸jkvb †_‡K

মিথ্যা এ মামলাটি করেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল না ধর্ষক এবং তাদের গডফাদাররা। আরো নিশ্চিত হওয়ার জন্য তারা ১৫ নবেম্বর সকালে দ্বিতীয় দফা হাসপাতাল থেকে তহুরাকে তুলে নিয়ে যায় এবং তাদের তত্ত্বাবধানে আটকে রাখে। কিন্তু বিনা চিকিৎসায় তহুরা বেগমের অবস্থার চরম অবনতি ঘটলে ধর্ষকরা ঐ দিন মধ্যরাতে ফের তাকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়ে যায়। যথাযথ চিকিৎসার অভাব আর বারবার টানাহেঁচড়ার কারণে তহুরা বেগম ঐ দিন ভোররাতেই মারা যান। এরপর শুরু হয় নতুন খেলা। ধর্ষক ও তাদের রক্ষাকারীরা প্রচন্ডভাবে চাপ সৃষ্টি করে বাবর আলী ও তহুরার বৃদ্ধ পিতা মোক্তার আলী বিশ্বাসের ওপর। তাদের বলা হয়, দেখেছিস তো, এত কিছুর পরও তাদের কিছু হয়নি। এরপরও যদি বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে তাদের ছেড়ে তাকেই স্ত্রী হত্যার মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়া হবে। বলা হবে, তার নির্যাতনেই তহুরার গর্ভপাত এবং মৃত্যু ঘটেছে।

কেন এমন বর্বরতা : তহুরা ও তার স্বামী বাবর আলী জানান, গ্রাম্য কোন্দল ছাড়াও গ্রামের একটি সন্ত্রাসী চক্রের সঙ্গে তাদের চরম বিরোধ ছিল। ঐ চক্রের সবাই বিএনপির নেতা-কর্মী। অপরদিকে বাবর আলী আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ কর্মী। যে কারণে বিরোধের অবসান ঘটেনি। বিএনপি ক্ষমতায় থাকায় সন্ত্রাসী ঐ চক্রটি প্রায়ই তাকে দল ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিতে বলতো। সম্প্রতি এ নিয়ে দুপক্ষের মধ্যে সম্পর্কের চরম অবনতি ঘটে। এর পরপরই তহুরার জীবনে নেমে আসে কালরাত। ৬ নরপশু তাকে অপহরণ করে উপর্যুপরি পাশবিক নির্যাতন চালায়। যার সমাপ্তি ঘটে তার করুন মৃত্যুর মধ্য দিয়ে। তহুরার দেয়া বক্তব্য মতে, কামারগন্না রামকৃষ্ণপুর গ্রামের বিএনপি ক্যাডার ইসরাইল, শহর আলী, জসীম, রাজ্জাক ও নলেসহ মোট ৬ দুর্বৃত্ত তাকে ধর্ষণ করে। এরপর তাদের রক্ষার জন্য মাঠে নামে গণি মিয়া।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ভয়াবহ এ ঘটনাটি শেষ পর্যন্ত ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে টাকা আর প্রভাবের কারণে। ধর্ষকরা সবাই বিএনপির ক্যাডার হওয়ায় প্রশাসন শুরু থেকেই তাদের রক্ষা করে আসছে। থানার মধ্যে পেয়েও পুলিশ যেমন ধর্ষকদের গ্রেপ্তার করেনি, ঠিক তেমনি পুলিশ কেসের আসামি হয়েও হাসপাতালের ওয়ার্ড ইনচার্জরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া তহুরাকে দু'দফা ধর্ষকদের হাতে তুলে দিয়েছে। বর্বর এ ঘটনা জানার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করেও কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

যশোর প্রতিনিধি

ফলোআপ : পাপিয়া হত্যাকান্ড

সপ্তর্ষীর কান্না থামছে না

২৪ নবেম্বর সকালে ঢাকার ৩য় সহকারী জজের পারিবারিক আদালত থেকে নির্দেশ নিয়ে সপ্তর্ষীর অভিভাবকত্বের দাবিতে বরিশাল আসে তার নানী মঞ্জিলা খাতুন ও খালা কুমকুম। তাদের সঙ্গে আসেন আইন সালিশ কেন্দ্রের আইনজীবী আহসান হাবীব সোহেল। তারা বরিশাল কোতোয়ালি থানার ওসির কাছে আদালতের নির্দেশ পত্র দাখিল করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় ভয়াবহ বাস্তব নাটকীয়তা।

দুপুর ২টার দিকে পলাতক পিতা তুহিনের বাসা থেকে দাদী মনোয়ারা বেগম ও ফুপু মুন্নাকেসহ থানায় নিয়ে আসা হয় সপ্তর্ষীকে। ৩ নবেম্বর মায়ের মৃত্যুর পর থেকে নগরীর কলেজ রোডের ঐ বাসাতে দাদী ফুপুর সঙ্গেই ছিল সে। তাকে থানায় নিয়ে আসার পর নানী ও খালার হাতে তুলে দিতে চাইলেই শুরু হয় জটিলতা। আঝোর কান্না শুরু করে সপ্তর্ষী। দাদী-ফুপুর কোল ঘেঁষে আর্ত চিৎকারে বার বার তাদের সঙ্গে থাকার ইচ্ছাই জানায় সে। তার এ আচরণে বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে পুলিশ।

সপ্তর্ষীর বিরূপ মনোভাবের কারণেই আদালতের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও তাকে নানী-খালার হাতে তুলে দিতে পারেনি পুলিশ। এ অবস্থায় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের দারস্থ হতে হয় পুলিশকে। পড়ন্ত বিকেলে ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মুনিম হাসানের আদালতে হাজির করা হয় সপ্তর্ষীকে। এ সময় উচ্চ আদালতের রায় অনুসারে কাজ করার জন্য কোতোয়ালি পুলিশকে নির্দেশ দেয় ম্যাজিস্ট্রেট।

ফুপু'র কোল না খালা'র কোল কোনটি তার জন্য নিরাপদ বুঝতে পারছেনা অসহায় সপ্তর্ষী

যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত সাড়ে ১০টার দিকে সপ্তর্ষীকে সেইভ হোমে নিয়ে যায় পুলিশ। এ সময়ও সে যেতে চাচ্ছিল না দাদী বা ফুপুকে ছেড়ে। কাঁদতে কাঁদতে বার বার আছড়ে পড়ছিল তাদের কোলে। এ সময় তার দাদী-ফুপু ও নানী-খালাসহ উপস্থিত আইনজীবী-পুলিশের অনেকেই লুকাতে পারেনি চোখের জল। পুলিশ ভ্যানের সিটে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এ নিষ্পাপ শিশুটিকে। তখনও কাঁদছিল সে। কাঁদতে কাঁদতেই হয়তো সে ভুলে যায় সারাদিনে কিছু না খাওয়ার কষ্ট। এদিন রাতেই ঢাকায় ফিরে আসেন সপ্তর্ষীর নানী-খালাসহ অন্যান্যরা।

এর আগে সপ্তর্ষীর বিরূপ মনোভাবের কারণ সম্পর্কে তার খালা কুমুকুম ২০০০কে জানান, দাদী-ফুপুরা মিলে মেয়েটার ব্রেন ওয়াশ করেছে। আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলে ওর মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। সে আরো জানায়, সপ্তর্ষীকে আমাদের সঙ্গে না যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করার পর বলেছে, তোমরা আমার আম্মুকে কবর থেকে উঠিয়ে হাত-পা কেটে ফেলেছ। আমাকেও তো অমন করে জঙ্গলে ফেলে দেবে।

এদিকে, পাপিয়া হত্যা মামলার অন্যতম আসামি নিহতের ননদ স্বপ্নার ৩ দিনের রিমান্ড শেষ হয়েছে। ১৩ নবেম্বর থেকে ১৮ নবেম্বর তার রিমান্ড অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তদন্তে সহযোগী নানা তথ্য পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে মামলার তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা। তবে তদন্তের স্বার্থে তিনি এ সম্পর্কে মুখ খুলতে চাননি। এ হত্যা মামলার প্রধান আসামি তুহিন এখনো গ্রেপ্তার না হওয়ায় সমালোচনার মুখে পড়েছে পুলিশ। তুহিনকে গ্রেপ্তারসহ মামলার আশু বিচারের দাবিতে আন্দোলন অব্যাহত রেখেছে 'পাপিয়া হত্যা বিচার দাবি পরিষদ'। ২৯ নবেম্বর নগরীতে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে তারা।

বরিশাল প্রতিনিধি